Priya Bhowmik

১/ সংঘ সমিতি কাকে বলে? সংঘের সঙ্গে সম্প্রদায় এর পার্থক্য কোথায়?

□ যখন কিছু সংখ্যক মানুষ এক বা একাধিক উদ্দেশ্য পূরন এর জন্য স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে কতগুলি স্বীকৃত বা অনুমোদিত কার্যপ্রণালী এবং আচার আচরন দ্বারা সুসংবদ্ধভাবে চালিত হয়ে কোনো দল গঠন করে, তাকে বলা হয় সংঘ বা সংঘ-সমিতি।

প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকাইভার ও পেজ সংঘ সম্পর্কে বলেন — "সংঘ বলতে বোঝায় এমন জনগোষ্ঠী যা এক বা একাধিক সাধারন স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।"

সমাজ দার্শনিক গিন্সবার্গ এর সংঘের সংজ্ঞা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন "সংঘ এমন জনগোষ্ঠীর সমষ্টি যারা কতগুলি সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়েছে।"

□ সংঘের মত সম্প্রদায় ও একটি মানবগোষ্ঠী, যখন কোনো জনগোষ্ঠী কখনো ধর্মের ভিত্তিতে, কখনো ভাষার ভিত্তিতে, একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস করে এবং তাদের সমস্ত মৌলিক চাহিদা গুলো পূরন করেছেন তাকে বলি সম্প্রদায়। এখন "সম্প্রদায়" ও সংঘ উভয়ই জনগোষ্ঠী হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলো নিম্নলিখিত —

① সংঘ-সমিতি গুলোর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে, বলা ভালো সংঘ সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা যায়, কেননা সেগুলি মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই এগুলির উদ্ভব হয়। যেমন- কোনো শিক্ষক সমিতি, ফুটবল ক্লাব বা কোনো ধর্মীয় সংগঠন।

অন্যদিকে সম্প্রদায় গড়ে ওঠে স্বাভাবিক ভাবে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না। কেননা

এখানে জনগোষ্ঠী তাদের পারস্পারিক সহযোগীতা ও নির্ভরশীলতা, একতার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে বসবাস করে তাদের মৌলিক চাহিদা গুলো মেটায়। তাই সংঘের মতো নির্দিষ্ট করে এর উদ্দেশ্য বলা যায় না।

② প্রথম পার্থক্য থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট করে উদ্দেশ্য বলা না গেলেও এর উদ্দেশ্য সংঘের তুলনায় ব্যাপক। অপর দিকে সংঘের সংজ্ঞা দেখলে স্পষ্ট হয় যে এর উদ্দেশ্য সম্প্রদায় এর তুলনায় কম ব্যাপক ও সীমিত।

③ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাস করা বাধ্যতামূলক। কোনো নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড কে কেন্দ্র করেই সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের ক্রিয়াকলাপ চালায়। একজন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই জন্ম - বেড়ে ওঠা মৃত্যু হয় নির্দিষ্ট ভূ খন্ডের বাইরে না গিয়ে,

অপরদিকে সংঘ - সমিতির নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড না হলেও চলে।

④ সম্প্রদায় হল স্বয়ংসম্পূর্ন একটি স্থায়ী সংগঠন। এটি সামাজিক জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই একটি মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু এর মধ্যবর্তী সময়ে যাবতীয় সমস্ত মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে।

অন্যদিকে সংঘের ক্ষেত্রে তার সদস্য প্রকৃতি - রা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল, কেননা এগুলি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়। যেসব অভাব মেটানোর জন্য সংঘ গঠিত হয়, সেগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, অর্থাৎ সংঘ স্বয়ং সম্পূর্ন নয়। উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে সংঘ ভেঙে যেতে পারে, তাই এটি স্থায়ী নয়।

⑤ একজন ব্যক্তি বিভিন্ন সংঘের সদস্য হতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকতে পারে না।

Scanned by CamScanner

(*) বি:দ্র: যদিও বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা সম্প্রদায় কে স্বয়ংসম্পূর্ন রাখছে না। বলার অর্থ হল — সম্প্রদায়ের ব্যক্তির চাহিদা, স্বার্থ ব্যাপক হচ্ছে, আর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে নানা দিকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। [৪ নং টি বিষয়ে অতিরিক্ত জানার জন্য]

২/ কারাগার কি সম্প্রদায়?

সম্প্রদায়ের দুটি ভিত্তি আছে। (১) আঞ্চলিক ভিত্তি (২) মনোগত ভিত্তি।

(১) আঞ্চলিক ভিত্তি হল যেকোনো সম্প্রদায় ই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। এটাই সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে।

(২) অন্যদিকে সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মধ্যে —
(a) 'আমরা' মনোভাব
(b) প্রত্যেকের নিজ নিজ ভূমিকার প্রতি সচেতনতা
(c) নির্ভরতা মনোভাব
এগুলি অর্থাৎ এই মনোগত ভিত্তি থাকা আবশ্যক।

এখন কারাগারে অধিবাসীদের মধ্যে উক্ত দুটি ভিত্তিই আছে (থাকলেও) তা সত্ত্বেও তাদের কে সম্প্রদায় বলা যায় না। কেননা এসব ক্ষেত্রে সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস করলেও তার মূলে আছে একটি কেন্দ্রীয় নির্দেশ। সে রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসারে ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে জীবন যাপন করতে পারে না। নির্দেশ অনুসারেই তাকে চলতে হয় নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করতে হয়। কাজেই কারাগারকে সম্প্রদায় বলা যায় না।